

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উপজেলা-১ শাখা)
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং-৪৬.০৪৬.০২৭.০০.০০.০১৯.২০১৪-২৬২

তারিখ : ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

বিষয় : দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ।

সূত্র : জনাব মোঃ আঃ রহমান লিটন, বাংলা হিলি, হাকিমপুর, দিনাজপুর, জনাব মোঃ শাহীনুর রেজা শাহীন, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান, হাকিমপুর, দিনাজপুর ও অন্যান্য স্বাক্ষরিত আবেদন; তারিখ : ০৬ জানুয়ারি, ২০১৬।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মোঃ আঃ রহমান লিটন, বাংলা হিলি, হাকিমপুর, দিনাজপুর, জনাব মোঃ শাহীনুর রেজা শাহীন, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান, হাকিমপুর, দিনাজপুর ও অন্যান্য স্বাক্ষরিত আবেদন পত্রের ছায়ালিপি এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। আবেদনপত্রে আনীত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিন তদন্ত করে সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

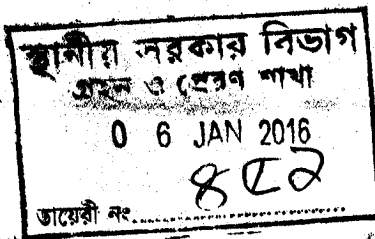
সংযুক্তি : ০২ (৬৫)....পাতা।

J. Min
27/02/2016
(ড. জুলিয়া মঈন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৬২২৪৭

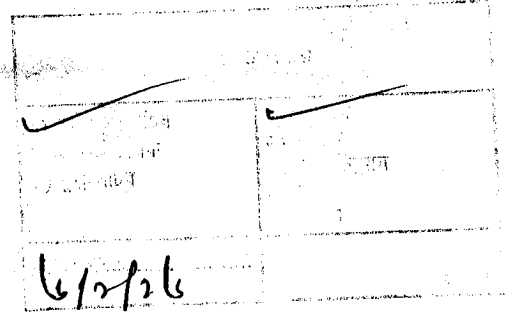
জেলা প্রশাসক
দিনাজপুর।

অনুলিপি :

কম্পিউটার প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।



বরাবর,
মাননীয় সচিব
স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।



তারিখ: ০৬/০১/১৬
কার্যার্থে প্রেরিত হলো।
সংসদ)
পজেলা)
ডিউট)
সংসদ)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশ্ন ও প্রেরণ শাখা)
স্থানীয় সরকার বিভাগ

বিষয়: হাকিমপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দুর্নীতি প্রসঙ্গে।

জনাব,

যথাযথ সম্মান পূর্বক নিবেদন এই যে, আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীবৃন্দ অভিযোগ করছি যে, আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। রাজনীতি, সমাজসেবা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ব্যবসাসহ অনেক কিছু অতি দুঃখ ও ক্ষোভের সাথে জানাচ্ছি যে, বর্তমান হাকিমপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আজাহারুল ইসলাম যোগদানের পর থেকে আমরা হাকিমপুর বাসি আতঙ্কিত। সে এমন কোন কাজ নেই যেটা টাকা ছাড়া করে। সহকারী কমিশনার(ভূমি) না থাকায় সে এসি ল্যান্ড এর দায়িত্ব পালন করে আসছে। জমি মালিক, পুকুর লিজ, খাস জমি বিতরণ, গুচ্ছগ্রাম তৈরি, হাট-বাজার লীজ, আদিবাসী বিভিন্ন প্রকল্প, খাসমহল হাট ও বাজারে দোকান, চল্লিশ দিনের কর্মসূচী, এডিপি হতে বিভিন্ন ভূয়া প্রকল্প, অফিসার ক্লাবে ভূয়া প্রকল্প, বিভিন্ন ঠিকাদারী কাজ, মোবাইল কোর্ট, নিলাম, বিভিন্ন জাতীয় দিবসে বিশাল চাঁদাসহ আরো বেশ কিছু বিষয় আবেদন করে। যেগুলোতে সে প্রকাশ্যে টাকা দাবি করে, যে টাকা দেয় তার কাজ হয়, টাকা দিতে অনিহা করলে কাজ হয় না। আরো উল্টো তাকে বিপদে ফেলে, এই হলো বর্তমান ইউএনও'র অবস্থা। উনি প্রশাসনের তথা সরকারের ভাবমূর্ত্তি ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ণ করছে। সে সরকারের সকল কর্মকাণ্ড দায় সারাভাবে পালন করে।

নিম্নে তাহার দুর্নীতির কিছু ফিরিস্তি তুলে ধরা হলো:

আদিবাসীদের বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা আত্মসাত- সে গত তিন বছর সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত আদিবাসীদের মনো উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প যেমন সেলাই মেশিন প্রকল্প, দুগ্ধ খামার প্রকল্প, ভ্যান বিতরণ, টয়লেট নির্মাণ, টিউবওয়েল বিতরণ, উপবৃত্তি প্রদানে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার ৭৫% আত্মসাত করেছে। সে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে একা একা চুপ করে অল্প কিছু কাজ করে টাকা আত্মসাত করে। ইতিমধ্যে আদিবাসীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। এতে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কাজে সে বাধা সৃষ্টি করে ভাবমূর্ত্তি ক্ষুণ্ণ করছে, তাই তাৎক্ষণিক সাপেক্ষে ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করছি।

খাসমহল, হাট ও বাজার দোকানের লাইসেন্স এর নামে টাকা গ্রহণ- সে হিলি খাস মহল হাট ও বাজারে বিভিন্ন ব্যবসায়িক ব্যাপক হয়রানী করে আসছে। ব্যবসায়িক দোকানের লাইসেন্স করতে গেলে সে বিশাল ফিরিস্তি দাবি করে দেয়, ডিসি সাহেবের ১০ হাজার, তার ১০ হাজার, অফিসের অন্যান্য জনের ১০ হাজার মোট ৩০ হাজার অতিরিক্ত টাকা দিয়ে লাইসেন্স করতে হয়। বাজারের কোন দোকানের ছোট খাটো কোন কাজ করতে গেলে যেটা টিন পাল্টানো, মেঝে সংস্কার, বাঁশের কোন কাজ এসব করার জন্য ইউএনও এর সাথে দেখা করে ১০ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত উৎকোচ দিয়ে কাজ শুরু করতে হয়, না দিলে সে নিজে এসে সব কিছু লাথি দিয়ে ভেঙে দেয়। ভাংগার পরে তার অফিস গিয়ে দেখা করলে পরের দিন কাজ শুরু হয়ে যায়। হাট বাজারের সকল ভুক্তভোগী তদন্ত করলে আরো খোলাসা হবেন। তাকে নাকি প্রতি মাসে জেলা প্রশাসককে টাকা পাঠাতে হয়।

এডিবি হতে ভূয়া প্রকল্প দেখিয়ে টাকা আত্মসাত- সে প্রতি বছর এডিবি হতে ভূয়া প্রকল্প করে টাকা আত্মসাত করে ক্রীড়া, সংস্কৃতি বাবদ বরাদ্দ দিয়ে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বাবদ কোন খরচ না করে সমস্ত টাকা আত্মসাত করে যাহা ক্রীড়া ও সংস্কৃত কমিটির কাছে তদন্ত করলে জানা যাবে। সে গত ১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিবি শেষ বিবে

